

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর
বার্ষিক অডিট রিপোর্ট

অর্থ বৎসর ২০০৫-২০০৬

অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

প্রথম খন্ড

অডিটের সংক্ষিপ্ত সার
(Executive Summary)

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের কার্যালয়
অডিট ভবন, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩২ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

ক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮(১) ও ১২৮(২) এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা ৫(২) অনুযায়ী মহাপরিচালক, স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এ অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

স্বাক্ষরিত

আহমেদ আতাউল হাকিম

কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
বাংলাদেশ

তারিখঃ ০৮-০২-১৪১৫ বঃ বঃ
২৩-০৫-২০০৮ খ্রিঃ খ্রিঃ

৪৮ ১২৪৬-৫০-১৫
৩৫ ১০০৫-৫০-১৫

খ

মহাপরিচালকের মন্তব্য

স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তরের অডিট আওতাধীন অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ এর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ২০০৫-২০০৬ অর্থ বৎসরের হিসাব নিরীক্ষা বিভিন্ন সময়ে সম্পন্ন করা হয়। নিরীক্ষা সমাপনান্তে মোট ১৪ টি (আদায় সংক্রান্ত) ১২,২০,৩৯,৬৪৯/১৩ এবং ৩৫টি (অনিয়ম সংক্রান্ত) অনুচ্ছেদের জড়িত অর্থের পরিমাণ ২৩,২২,২৩,১৫৫/৭১ অর্থাৎ সর্বমোট (১২,২০,৩৯,৬৪৯/১৩ + ২৩,২২,২৩,১৫৫/৭১) = ৩৫,৪২,৬২,৮০৪/৮৪ টাকার বিপরীতে আলোচ্য অডিট রিপোর্টটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানের হিসাব নমুনায়ণের মাধ্যমে নিরীক্ষা করা হয়েছে। এ প্রতিবেদনে প্রথমবারের মত স্থানীয় রাজস্ব অডিট অধিদপ্তরের অর্জন হিসেবে উত্থাপিত আপত্তির বিপরীতে আদায়কৃত অর্থের উপর একটি অনুচ্ছেদ সংযোজন করা হয়েছে। সে প্রেক্ষিতে বলা যায় অডিট আপত্তির প্রেক্ষিতে যথায়ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কার্যক্রম গ্রহণ করায় সরকারি কোষাগারে জমাকৃত রাজস্বের পরিমাণও আশাব্যঞ্জক। মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সংস্থা সমূহের যে সকল আর্থিক অনিয়ম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা উত্থাপিত সময়ের সমগ্র লেনদেনের যে ক্ষুদ্র অংশ নিরীক্ষা করা হয়েছে তারই প্রতিফলন মাত্র। সুতরাং এ প্রতিবেদনের আপত্তি ও মন্তব্য উদাহরণমূলক এবং তা কোন মতেই প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক শৃঙ্খলার পূর্ণাঙ্গ চিত্র নয়।

এ রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত অনিয়মগুলি পর্যালোচনা করে প্রতীয়মান হয় যে, নিরীক্ষিত অফিসগুলির ক্ষেত্রে বিশেষে সরকারি বিধি-বিধান পরিপালন না করা, সুশৃঙ্খল আর্থিক ব্যবস্থাপনার অভাব এবং অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পর্যাপ্ত না হওয়ার কারণে অনিয়মগুলি সংঘটিত হয়েছে। অডিট পর্যবেক্ষণের সাথে জড়িত অর্থ আদায়ের বিষয়ে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম ত্বরান্বিত করা হলে সরকারি কোষাগারে উল্লিখিত রাজস্ব জমা করা সম্ভব।

তারিখঃ ২৫-০১-১৪১৫ বঃ
০৪-০৪-২০০৮ খ্রিঃ

বঃ
খ্রিঃ

স্বাক্ষরিত

মোঃ মোসলেম উদ্দীন

মহাপরিচালক

স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর

১

অডিটের পটভূমি

(Background of Audit)

নিরীক্ষা অর্থ বৎসর (Audited Year)	ঃ ২০০৫-২০০৬
নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান (Audited Units)	ঃ অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
নিরীক্ষার প্রকৃতি (Nature of Audit)	ঃ সাংবৎসরিক আর্থিক ও পরিপালন অডিট (Yearly Financial & Compliance Audit)
নিরীক্ষা পদ্ধতি (Audit Methodology)	ঃ বিশ্লেষণাত্মক (Analytical)
অডিট কৌশল (Audit Approach)	ঃ নমুনায়নের মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে ভাউচিং অডিট (Local Vouching Audit by Sampling)
নিরীক্ষা তথ্য সংগ্রহ কৌশল (Audit Information collection Technique)	ঃ চাহিদাপত্র ইস্যুকরণ ও রেকর্ডপত্রের দৈবচয়ন যাচাই (Issuance of Requisition of records and Random Examination of Records)
নিরীক্ষা তথ্য সমূহের ধরণ (Pattern of Audit Information)	ঃ মার্ট পর্যায়ে প্রাপ্ত মৌলিক তথ্য সমূহ (Basic information found at field level)

অডিট ফাইন্ডিংস এর সংক্ষিপ্তসার (Summary of Audit Findings)

পর্যবেক্ষণ ও অনিয়মের বিবরণ :

অনুঃ নং	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	নিরীক্ষিত অর্থ বৎসর	অনিয়মের বিবরণী	জড়িত টাকার পরিমান
১	২	৩	৪	৫
১।	৮টি প্রতিষ্ঠান	২০০৩-২০০৬	অডিট আপত্তির বিপরীতে আদায়কৃত অর্থঃ- <u>আপত্তিসমূহ :-</u> <ul style="list-style-type: none"> ■ সরলসুদ কম ধার্য্য। ■ মেয়াদ উত্তীর্ণ রেয়াত প্রদান। ■ মূল্য ঘোষণা বহির্ভূত উপকরণের বিপরীতে রেয়াত গ্রহণ। ■ বকেয়া মূল্য সংযোজন কর বাবদ জমাকৃত অর্থ চলতি হিসাবে জমা না করা। ■ রপ্তানীকৃত পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণের উপর আমদানী পর্যায়ে প্রদত্ত IDSC প্রত্যর্পন পাওয়ার অধিকারী না হওয়া সত্ত্বেও প্রত্যর্পন গ্রহণ করায় রাজস্ব ক্ষতি। 	১২,২০,৩৯,৬৪৯/১৩
২।	৬টি উপ-কর কমিশনার কোম্পানীজ সার্কেল	২০০৩-২০০৬	বিধি মোতাবেক মোট আয় নিরূপন না করায় আয়কর বাবদ রাজস্ব ক্ষতি।	৪,৭৪,৩৭,৮৬৬/-
৩।	১২টি শুদ্ধ, আবগারি ও ভ্যাট সার্কেল	২০০৫-২০০৬	বিধি বহির্ভূতভাবে রেয়াত প্রদান করায় রাজস্ব ক্ষতি।	৫,২২,১৬,৭৫০/৯১
৪।	৩টি শুদ্ধ, আবগারি ও ভ্যাট সার্কেল	২০০৫-২০০৬	প্রকৃত উৎপাদন অপেক্ষা কম উৎপাদন প্রদর্শন করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	১১,৭২,২২,২৩৬/০৫
৫।	৪টি সুপার, শুদ্ধ আবগারী ও ভ্যাট সার্কেল	২০০৫-২০০৬	বন্ডিং মেয়াদ শেষে শুদ্ধ করা আদায়ের ক্ষেত্রে সুদ আদায় না করায় রাজস্ব ক্ষতি।	৯৭,৭৬,২৭১/৭৯
৬।	৩টি সুপার, শুদ্ধ আবগারী ও ভ্যাট সার্কেল	২০০৫-২০০৬	মূসক ধার্যের জন্য প্রকৃত নিরূপন যোগ্য মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে পণ্য খালাস করায় রাজস্ব ক্ষতি।	৫৫,৭০,০৩১/৩১
			সর্বমোট =	৩৫,৪২,৬২,৮০৫/১৯

অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ (Causes of Irregularities Losses) :-

- ক্ষেত্র বিশেষে সরকারি বিধি-বিধান পরিপালন না করা ।
- সুশৃঙ্খল আর্থিক ব্যবস্থাপনার অভাব ।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতা ।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু (Management Issues)-

আলোচ্য প্রতিষ্ঠানসমূহের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পর্যালোচনা করে নিম্নোক্ত বিষয়ে শৈথিল্য পরিলক্ষিত হয়েছে :-

- বিধি মোতাবেক হিসাব সংরক্ষণ করা হয়নি ।
- সরকারের প্রাপ্তি কোষাগারে জমা করা হয়নি ।
- উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দুর্বল মূল্যায়ন ও তদারকি ।
- দুর্বল অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ।

অডিট সুপারিশ (Recommendations)

- সরকারের আর্থিক বিধি-বিধান যথাযথভাবে পরিপালন নিশ্চিত করা আবশ্যিক ।
- অনুমোদিত অর্গানোগ্রাম এবং নিয়োগ বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করা আবশ্যিক ।
- অনিয়মের সাথে জড়িত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক আদায় নিশ্চিত করা প্রয়োজন ।
- সরকারি প্রাপ্তি কোষাগারে জমা নিশ্চিত করা আবশ্যিক ।
- উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের তদারকি জোরদার করা প্রয়োজন ।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জোরদার করা প্রয়োজন ।

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর
বার্ষিক অডিট রিপোর্ট

অর্থ বৎসর ২০০৫-২০০৬

অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

দ্বিতীয় খন্ড
মূল অডিট আপত্তিসমূহ
(Original Audit Objections)

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়
অডিট ভবন, ঢাকা।

সূচীপত্র

<u>ক্রঃ নং</u>	<u>বিষয়</u>	<u>পৃষ্ঠা নম্বর</u>
১.০	কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল- এর মন্তব্য	ক
২.০	অডিট ফাইন্ডিংস এর সংক্ষিপ্তসার	গ
৩.০	অনুচ্ছেদ ভিত্তিক বিস্তারিত বিবরণী	১-৪

ক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮(১) ও ১২৮(২) এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাঙ্ক, ১৯৭৪ এর ধারা ৫(২) অনুযায়ী মহাপরিচালক, স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এ অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

তারিখঃ ০৮-০২-১৪১৫ বঃ
২২-০৫-১৫
খিঃ

স্বাক্ষরিত
আহমেদ আতাউল হাকিম
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
বাংলাদেশ

অডিট ফাইন্ডিংস এর সংক্ষিপ্ত সার (Summary of Audit Findings)

পর্যবেক্ষণ ও অনিয়মের বিবরণ :

অনুঃ নং	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	নিরীক্ষিত অর্থ বৎসর	অনিয়মের বিবরণী	জড়িত টাকার পরিমান
১	২	৩	৪	৫
১১	৮টি প্রতিষ্ঠান	২০০৩-২০০৬	অডিট আপত্তির বিপরীতে আদায়কৃত অর্থঃ- আপত্তিসমূহঃ- <ul style="list-style-type: none"> ▪ সরলসুদ কম ধার্য্য। ▪ মেয়াদ উত্তীর্ণ রেয়াত প্রদান। ▪ মূল্য ঘোষণা বহির্ভূত উপকরণের বিপরীতে রেয়াত গ্রহণ। ▪ বকেয়া মূল্য সংযোজন কর বাবদ জমাকৃত অর্থ চলতি হিসাবে জমা না করা। ▪ রপ্তানীকৃত পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণের উপর আমদানী পর্যায়ে প্রদত্ত IDSC প্রত্যর্পন পাওয়ার অধিকারী না হওয়া সত্ত্বেও প্রত্যর্পন গ্রহণ করায় রাজস্ব ক্ষতি। 	১২,২০,৩৯,৬৪৯/১৩
২১	৬টি উপ-কর কমিশনার কোম্পানীজ সার্কেল	২০০৩-২০০৬	বিধি মোতাবেক মোট আয় নিরূপন না করায় আয়কর বাবদ রাজস্ব ক্ষতি।	৪,৭৪,৩৭,৮৬৬/-
৩১	১২টি গুন্ড, আবগারি ও ভ্যাট সার্কেল	২০০৫-২০০৬	বিধি বহির্ভূতভাবে রেয়াত প্রদান করায় রাজস্ব ক্ষতি।	৫,২২,১৬,৭৫০/৯১
৪১	৩টি গুন্ড, আবগারি ও ভ্যাট সার্কেল	২০০৫-২০০৬	প্রকৃত উৎপাদন অপেক্ষা কম উৎপাদন প্রদর্শন করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	১১,৭২,২২,২৩৬/০৫
৫১	৪টি সুপার, গুন্ড আবগারী ও ভ্যাট সার্কেল	২০০৫-২০০৬	বন্ডিং মেয়াদ শেষে গুন্ড করাদি আদায়ের ক্ষেত্রে সুদ আদায় না করায় রাজস্ব ক্ষতি।	৯৭,৭৬,২৭১/৭৯
৬১	৩টি সুপার, গুন্ড আবগারী ও ভ্যাট সার্কেল	২০০৫-২০০৬	মূসক ধার্যের জন্য প্রকৃত নিরূপন যোগ্য মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে পন্য খালাস করায় রাজস্ব ক্ষতি।	৫৫,৭০,০৩১/৩১
			সর্বমোট =	৩৫,৪২,৬২,৮০৫/১৯

অনুঃ নং-১

আপত্তির শিরোনামঃ অডিট আপত্তির বিপরীতে ৮টি প্রতিষ্ঠান হতে আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ ১২,২০,৩৯,৬৪৯/১০ টাকা।

বিষয়বস্তুঃ অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন ৮টি প্রতিষ্ঠান হতে ২০০৩-২০০৬ আর্থিক সনে এ কার্যালয় হতে নিরীক্ষাকালে আয়কর এবং ভ্যাট সংক্রান্ত আপত্তি উত্থাপন করা হয়। উত্থাপিত আপত্তির বিপরীতে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করায় আপত্তির বিপরীতে সম্পূর্ণ টাকা আদায় হয়।

বিস্তারিত বিবরণ ৩য় খন্ডের পরিশিষ্ট ১ তে প্রদত্ত হলো।

অনিয়মের প্রকৃতিঃ সরকারি বিধি বিধান যথাযথভাবে প্রতিপালিত না হওয়ায় আপত্তি উত্থাপিত হয়।

কর্তৃপক্ষের বক্তব্যঃ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করায় আপত্তিকৃত টাকা আদায় হয়।

নিরীক্ষার মন্তব্যঃ সরকারি রাজস্ব আদায়ে প্রসংশনীয় উদ্যোগ।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ অডিট আপত্তির বিপরীতে আদায়ের এধরণের উদ্যোগ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের নিকট দৃষ্টান্ত হতে পারে।

অনুঃ নং-২

আপত্তির শিরোনামঃ বিধি মোতাবেক মোট আয় নিরূপন না করায় আয়কর বাবদ ৪,৭৪,৩৭,৮৬৬/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।

বিষয়বস্তুঃ অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন ৬টি উপ-কর কমিশনার কোম্পানী সার্কেলের ২০০৩-২০০৬ আর্থিক সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে সংশ্লিষ্ট অফিসমূহের রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বিভিন্ন করদাতার মোট আয় সঠিকভাবে নিরূপন না করায় (কম নিরূপন) আয়কর বাবদ ৪,৭৪,৩৭,৮৬৬/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ ৩য় খন্ডের পরিশিষ্ট “২” তে প্রদত্ত হলো।

আলোচ্য ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিধির ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয়ঃ-

- আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ৩০ (এ,এ) এবং ৪৬ এ (৭) ধারা।
উল্লিখিত বিধি মোতাবেক জড়িত আয়করের টাকা আদায় ও সরকারি কোষাগার জমা করা বাধ্যতামূলক।

অনিয়মের প্রকৃতিঃ সঠিকভাবে আয়কর নিরূপন না করায় রাজস্ব ক্ষতি।

কর্তৃপক্ষের বক্তব্যঃ নিরীক্ষা জিজ্ঞাসার জবাবে স্থানীয় অফিস জানায় “ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে”।

নিরীক্ষার মন্তব্যঃ সরকারি খাতে জমা করার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকার প্রমাণস্বরূপ এ পর্যন্ত কোন অর্থ জমার প্রমাণক পাওয়া যায়নি। সরকারি রাজস্ব অনাদায় সংক্রান্ত উত্থাপিত আপত্তিসমূহ গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসহ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে পাঠানো হয়। পরবর্তীতে তাগিদপত্র জারি করা হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ বরাবরে আধা-সরকারি পত্র নং-৩৪, ৪৫, ৪৬, ৫২ ও ৫৩ তাং ২৭/২/০৭, ২৯/৭/০৭, ২৭/২/০৭, ১৯/৮/০৭ ও ২৪/৯/০৭ জারি করা সত্ত্বেও এতদবিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ আপত্তিকৃত ৪,৭৪,৩৭,৮৬৬/- টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যিক।

অনুঃ নং- ৩

আপত্তির শিরোনাম : বিধি বহির্ভূতভাবে রেয়াত প্রদান করায় ৫,২২,১৬,৭৫০/৯১ টাকা রাজস্ব ক্ষতি।

বিষয়বস্তু : অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন ১২টি শুল্ক, আবগারি ও ভ্যাট সার্কেলের ২০০৫-২০০৬ আর্থিক সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে সংশ্লিষ্ট অফিসসমূহের রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে বিধি বহির্ভূতভাবে রেয়াত প্রদান করায় সরকারের ৫,২২,১৬,৭৫০/৯১ টাকা ক্ষতি হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ ৩য় খন্ডের পরিশিষ্ট “৩” তে প্রদত্ত হলো।

আলোচ্য ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিধির ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয় :-

- ইহা মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা-৯ এবং বিধি ১৯ এর পরিপন্থী।

উল্লিখিত বিধি মোতাবেক জড়িত রেয়াতের টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগার জমা করা বাধ্যতামূলক।

অনিয়মের প্রকৃতি : বিধি বহির্ভূতভাবে রেয়াত প্রদান করায় রাজস্ব ক্ষতি।

কর্তৃপক্ষের বক্তব্য : নিরীক্ষা জিজ্ঞাসার জবাবে স্থানীয় অফিস জানায় “ টাকা আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে”।

নিরীক্ষার মন্তব্য : সরকারি খাতে জমা করার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকার প্রমাণস্বরূপ এ পর্যন্ত কোন অর্থ জমার প্রমাণক পাওয়া যায়নি। সরকারি রাজস্ব অনাদায় সংক্রান্ত উত্থাপিত আপত্তিসমূহ গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসহ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে পাঠানো হয়। পরবর্তীতে তাগিদপত্র জারি করা হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ বরাবরে আধা-সরকারি পত্র নং- ৩৪, ৩৬, ৪০, ৪৬, ৪৯, ৫২ ও ৫৩ তাং ২৭/২/০৭, ২২/৩/০৭, ১৮/৪/০৭, ২৭/৬/০৭, ২৯/৭/০৭, ১৯/৮/০৭ ও ২৪/৯/০৭ জারি করা সত্ত্বেও এতদবিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ : আপত্তিকৃত ৫,২২,১৬,৭৫০/৯১ টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যিক।

অনুঃ নং-৪

আপত্তির শিরোনাম : প্রকৃত উৎপাদন অপেক্ষা কম উৎপাদন প্রদর্শন করায় ১১,৭২,২২,২৩৬/০৫ টাকা সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।

বিষয়বস্তু : অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন ৫টি শুল্ক, আবগারি ও ভ্যাট সার্কেলের ২০০৪-২০০৬ আর্থিক সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে সংশ্লিষ্ট অফিসসমূহের চলতি রেজিস্টার, ক্রয়, উৎপাদন এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, কম উৎপাদন প্রদর্শন করায় ১১,৭২,২২,২৩৬/০৫ টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ ৩য় খন্ডের পরিশিষ্ট “ ৪ ” তে প্রদত্ত হলো।

অনিয়মের প্রকৃতি : প্রকৃত উৎপাদন অপেক্ষা কম উৎপাদন প্রদর্শন করায় রাজস্ব ক্ষতি।

কর্তৃপক্ষের বক্তব্য : নিরীক্ষা জিজ্ঞাসার জবাবে স্থানীয় অফিস জানায় “ আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে”।

নিরীক্ষার মন্তব্য : সরকারি খাতে জমা করার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকার প্রমাণস্বরূপ এ পর্যন্ত কোন অর্থ জমার প্রমাণক পাওয়া যায়নি। সরকারি রাজস্ব অনাদায় সংক্রান্ত উত্থাপিত আপত্তিসমূহ গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসহ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে পাঠানো হয়। পরবর্তীতে তাগিদপত্র জারি করা হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ বরাবরে আধা-সরকারি পত্র নং- ৪০, ৪৬ ও ৫৩ তাং ১৮/৪/০৭, ২৭/৬/০৭ ও ২৪/৯/০৭ জারি করা সত্ত্বেও এতদবিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ : আপত্তিকৃত ১১,৭২,২২,২৩৬/০৫ টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ নং ৪-৫

আপত্তির শিরোনাম : বন্ডিং মেয়াদ শেষে শুদ্ধ করাদি আদায়ের ক্ষেত্রে সম্পূরক শুদ্ধ ও সুদ আদায় না করায় ৯৭,৭৬,২৭১/৭৯ টাকা রাজস্ব ক্ষতি।

বিষয়বস্তু : অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন ৩টি সুপার, শুদ্ধ আবগারী ও ভ্যাট অফিস এবং কাষ্টম হাউজ চট্টগ্রাম এর ২০০৫-২০০৬ আর্থিক সনের হিসাব নিরীক্ষায় বন্ড রেজিস্টার, ইন-বন্ড/এক্সবন্ড, বিল অব এন্ট্রি, ইনভয়েস ইত্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বন্ডিং মেয়াদ শেষে এক্স বন্ড না করা, অতিরিক্ত হারে অপচয়, সম্পূরক শুদ্ধ ও কর আদায় না করায় ৯৭,৭৬,২৭১/৭৯ টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ ৩য় খন্ডের পরিশিষ্ট “ ৫ ” তে প্রদত্ত হলো।

আলোচ্য ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিধির ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয়ঃ-

- শুদ্ধ কর আইন ১৯৬৯ এর ৮৬ ধারা।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর এস আর ও নং-১৭৬/আইন/২০০৩/৩৮৪-মূসক তাং ১২/৬/০৩ বিধি -৭ এর উপবিধি (৪) এর
- সেবা কোড এস-০০১-২০
- কাষ্টম এ্যাক্ট ১৯৬৯ এর ধারা ১১১ (বি)

উল্লিখিত বিধি মোতাবেক বন্ডিং মেয়াদ শেষে শুদ্ধ করাদি আদায়ের ক্ষেত্রে সম্পূরক শুদ্ধ ও সুদ আদায় করে সরকারি কোষাগার জমা করা বাধ্যতামূলক।

অনিয়মের প্রকৃতি : বন্ডিং মেয়াদ শেষে শুদ্ধ করাদি আদায়ের ক্ষেত্রে সম্পূরক শুদ্ধ ও সুদ আদায় না করায় রাজস্ব ক্ষতি।

কর্তৃপক্ষের বক্তব্য : নিরীক্ষা জিজ্ঞাসার জবাবে স্থানীয় অফিস জানায় “ আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে”।

নিরীক্ষার মন্তব্য : সরকারি খাতে জমা করার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকার প্রমাণস্বরূপ এ পর্যন্ত কোন অর্থ জমার প্রমাণক পাওয়া যায়নি। সরকারি রাজস্ব অনাদায় সংক্রান্ত উত্থাপিত আপত্তিসমূহ গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসহ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে পাঠানো হয়। পরবর্তীতে তাগিদপত্র জারি করা হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ বরাবরে আধা-সরকারি পত্র নং- ৪৬, ৪৯, ৫২ ও ৫৩ তাং ২৭/৬/০৭, ২৯/৭/০৭, ১৯/৮/০৭ ও ২৪/৯/০৭ জারি করা সত্ত্বেও এতদবিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ : আপত্তিকৃত ৯৭,৭৬,২৭১/৭৯ টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যিক।

১০-১৫
১০০৫-১০-১০

অনুচ্ছেদ নং ৪-৬

আপত্তির শিরোনাম : মূসক ধার্যের জন্য প্রকৃত নিরূপণযোগ্য মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে পণ্য খালাস করায় মূসক বাবদ ৫৫,৭০,০৩১/৩১ টাকা রাজস্ব ক্ষতি।

বিষয়বস্তু : অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন ৩টি সুপার, শুক্ক আবগারী ও ড্যাট অফিস এবং কাস্টম হাউজ চট্টগ্রাম এর ২০০৫-২০০৬ আর্থিক সন পর্যন্ত সময়ের হিসাব নিরীক্ষায় মূসক আইন ১৯৯১ এর ধারা -২(খ), বন্ড রেজিস্টার, ইন-বন্ড/এক্সবন্ড, বিল অব এন্ট্রি, ইনভয়েস, মূল্য ঘোষণা, বিক্রয় ইত্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বন্ডিং মেয়াদ শেষে এক্স বন্ড না করা, অতিরিক্ত হারে অপচয়, সম্পূরক শুক্ক ও কর আদায় না করায় ৫৫,৭০,০৩১/৩১ টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ ৩য় খন্ডের পরিশিষ্ট “ ৬ ” তে প্রদত্ত হলো।

আলোচ্য ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিধির ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয় :-

- শুক্ক কর আইন ১৯৯১-ধারা-২(খ), মূসক আইন ১৯৯১এর ধারা ৫(২) ও বিধি ৩(২)।

উল্লিখিত বিধি মোতাবেক প্রকৃত নিরূপণযোগ্য মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে পণ্য খালাস করায় মূসক বাবদ জড়িত টাকা সরকারি কোষাগার জমা করা বাধ্যতামূলক।

অনিয়মের প্রকৃতি : মূসক ধার্যের জন্য প্রকৃত নিরূপণযোগ্য মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে পণ্য খালাস করার ফলে মূসক বাবদ রাজস্ব ক্ষতি।

কর্তৃপক্ষের বক্তব্য : নিরীক্ষা জিজ্ঞাসার জবাবে স্থানীয় অফিস জানায় “ আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে”।

নিরীক্ষার মন্তব্য : সরকারি খাতে জমা করার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকার প্রমাণস্বরূপ এ পর্যন্ত কোন অর্থ জমার প্রমাণক পাওয়া যায়নি। সরকারি রাজস্ব অনাদায় সংক্রান্ত উত্থাপিত আপত্তিসমূহ গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসহ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে পাঠানো হয়। পরবর্তীতে তাগিদপত্র জারি করা হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ বরাবরে আধা-সরকারি পত্র নং-৪৬ ও ৫৩ তাং ২৭/৬/০৭ ও ২৪/৯/০৭ জারি করা সত্ত্বেও এতদবিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ : আপত্তিকৃত ৫৫,৭০,০৩১/৩১ টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যিক।

২৫-০১-১৪১৫ বঃ
০৮-০৫-২০০৮ খ্রিঃ

স্বাক্ষরিত

মোঃ মোসলেম উদ্দীন
মহাপরিচালক
ফোন : ৮৩১৬১৩০।

বাঃসঃমুঃ-২০০৭/০৮-৪৪৯২কম/এ-৭৫০বই, ২০০৮।